রক্তলেখা

মোহাম্মদ আবদুল বারী সাহিত্যরত্ন।

সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫

প্রকাশক—

সেখ আবদুল ছোব্‌হান

৫৪।৯, কলেজ

কলিকাতা

বিক্রেতা—

সেখ মনিরুদ্দিন এণ্ড কোং

পুস্তকপ্রকাশক ও বিক্রেতা

৫৪।৯, কলেজ ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা।

প্রিণ্টার—

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু

"শ্রীধর প্রেস"

২৩, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা।

বাংলার বরণীয় বীর

জনপ্রিয় নেতা

কলিকাতার

প্রথম মুসলিম মেয়র

এ, কে, ফজলুল হক ছাহেবের

দরাজ দস্তে

আমার

"রক্তলেখা"

সমর্পিত হইল।

—:*:—

পরিচয়

ভাগ্য-চক্রের আবর্ত্তনের বৈচিত্র্যে যাঁ'রা আমার আপনার, তাঁরাই বৈরীভাবাপন্ন হ'য়েছিলেন। সেই সময়ে তাঁ'দের চক্রান্তে আমাকে নানা যন্ত্রণা ভোগ ক'ত্তে হ'য়েছিল। অসংযত মন নিয়ে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ সময়ে বন্ধুদের সঙ্গে পত্রের বিনিময়ই আমার "রক্তলেখা"।

গ্রন্থকার।

কলিকাতা,

"ঢাকা হাউস"

১৯৩৫।

রক্তলেখা

(১)

প্রবাসের পথে।

মা,

ললাটে তোমার পূত পদ-ধূলি। তোমার প্রাণ-ভরা আশীর্ব্বাদ মস্তকে। সম্মুখে অসীম কর্ম্মক্ষেত্র। হৃদয়ে শত হস্তীর বল—নির্ভীক। কিন্তু একি মা! আগে ত' বুঝ্‌তে পারিনি—তোমার স্নেহের শৃঙ্খল এত দৃঢ়ভাবে আমাকে বেষ্টন ক'রেছে! তোমার কাছ থেকে যত দূরে যাচ্ছি, তত অনুভব কচ্চি তোমার স্নেহের শৃঙ্খলের দৃঢ়তর বন্ধন। একি প্রহেলিকা মা!

রক্তলেখা

শরতের নির্ম্মল আকাশের চাঁদের গালভরা হাসি রোশ্‌নি মাখিয়ে দিয়েছে ধরণীর প্রত্যেক রেণুপরমাণুতে। জগৎ ভোগ করছে—সুপ্তি। একমাত্র আমিই বিনিদ্র। ভাব্‌চি কত কি, কোনও প্রকারে রুদ্ধ ক'রে রেখেছি অশ্রু। মা, কি জানি কি আছে ভবিষ্যের তিমির গর্ভে!

কোটি কোটি প্রণাম তোমার চরণে। আশীর্ব্বাদ কর—যেন জয়যুক্ত হয় তোমার অকৃতি সন্তান। সার্থক হ'ক তোমার মাতৃত্ব।

তোমার স্নেহের

আনাসাগর,

'শবে বরাত' দিবস।

প্রিয় মাহ্‌বুব,

আজ 'শবে বরাত'—ইহার স্মৃতি চিররক্ষণীয় মোস্‌লেম হৃদয়ে। ফেরেস্তাগণ মানবের "আমল-নামা' লিখে শেষ ক'রেছিলেন এই পবিত্র রাতে। অন্য দিনের শত বৎসরের এবাদত আজিকার এবাদতের তুলনায় নগণ্য। সার কথা, পুণ্যরাত "শবে বরাত"। আজিকার সদনুষ্ঠানে পাপ হ'তে মুক্তিলাভ করা যায় সারা জীবনের।

এ হেন শুভ রাতে প্রেমময়ের দরবারে আমার প্রার্থনা—"হে প্রেমময়, সন্তাপ (দাহন) দিয়ে গ'ড়েছ আমাকে, বহির্জগতের প্রেম আমাকে পরাস্ত ক'র্‌বে সে শক্তি তার কোথায়?

আহা, পবিত্র আজমীরের আনাসাগরের তীর কি শান্তিময়! আলোচনা ক'রে দেখ্‌লুম, নিজের সুখ-দুঃখের ভাবনা ভাবার চেয়ে অন্যের সুখ-দুঃখের ভাবনা ভাব্‌তে পাল্লে যেন জীবনটা অধিক উপভোগ্য হ'য়ে ওঠে। প্রভু, আমার পাপ ক্ষমা করবার আগে আমার দুষমন্‌দের রেহাই দাও তুমি। তারা বড় নির্ব্বোধ, তারা না বুঝে আমার শান্তিকুটীর দগ্ধ ক'রেছে, আমাকে পথের ভিখারী ক'রেছে—আমার অন্তর্দাহ বুকের ভিতর জোর ক'রে আট্‌কে রেখেছি মুখ দিয়ে ফুটে বেরুতে দিইনি—পাছে তাদোর অনিষ্ট হয়। যদি তাদের দেখা পাই, তারা আমার যে বুকে খন্‌জর আমূল প্রবেশ করিয়ে দেবে ব'লে কল্পনা ক'রেছিল, আমি আমার সেই বুকে তা'দের টেনে নিয়ে দৃঢ় আলিঙ্গন ক'রব। মেহেরবান খোদা, প্রার্থনা—

তুমি তা'দের অপরাধ ক্ষমা ক'রো—সার্থক হ'ক তোমার "শবে বরাত"।

মাহ্‌বুব, যদি নিকটে থাক্‌তে, তা' হ'লে দেখ্‌তে পেতে—আমার দরদরবিগলিত অশ্রু কিরূপে আনাসাগরের জলে আত্মবিসর্জ্জন ক'চ্চে। ক্রমে ক্রমে বুকের স্পন্দন বেড়ে উঠ্‌ছে—লেখনী নিশ্চল হল। বিদায়।

তোমার সর্ব্বহারা বন্ধু
মোজাহের।

(৩)

সন্ধ্যা।

মোবারেক,

দিন তার আলোক নিয়ে চ'লে গেল, সন্ধ্যা ধীরে ধীরে নেমে এল তার অন্ধকার নিয়ে। আমার জীবনের আলোক চলে গিয়েছে, অন্ধকার ধীরে ধীরে গ্রাস ক'র্‌ছে আমাকে সন্ধ্যার মত। যা' থাক্‌লে মূর্খ পণ্ডিত হয়, যা' থাক্‌লে কু-রূপ রূপবান হয়, যা থাক্‌লে নির্গুণ গুণবান হয়—তা' আমার ছিল। কিন্তু এখন তা' নাই—বাতাসে সব মিলিয়ে গেছে। কেন গেল, কোথা গেল,—কি জানি! এত তাড়াতাড়ি যাবে তা' ভাব্‌তে পারিনি। খোদার সৃষ্টিকে ভালবাস্‌লে, তাঁর সৃষ্টিরক্ষার জন্য যত্নবান হ'লে,—প্রীতি লাভ করা যায় তাঁর। আমার জীবন চলেছে সেই

উদ্দেশেই। উদ্বিগ্ন হ'য়ো না। আমি নির্নিমিষে চেয়ে আছি—প্রেমময়ের প্রেমপূর্ণ মূর্ত্তির দিকে, তিনি অসীম বল দিয়েছেন আমার হৃদয়ে। কোন কষ্ট স্পর্শ কর্‌তে সক্ষম নয় আমার হৃদয়। শত্রুর হিংসাদ্বেষে দুনিয়ার ছবি প্রতিভাত হ'চ্চে আমার সম্মুখে দর্পণে ছায়ার মত। তাতে পথ দেখিয়ে দিচ্চে আমাকে জ্ঞানের আলোক, বর্ষিত হ'চ্চে আমার শিরে প্রেমময়ের পবিত্র রহম। ক্ষুব্ধ হ'য়ো না আমার ভাবনায়। প্রীতি—সখা।

মোরসেদ।

(৪)

পুর্ণিমা রজনী।

বাসর,

মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত অনন্তের গর্ভে প্রবেশ ক'চ্চে। কর্ম্মগুচ্ছের ছাপ রেখে যাচ্চে মানুষের হৃদয়ে। এ ছাপ ধুয়ে মুছে ফেলে দেবে এমন বৈজ্ঞানিক কোথায়? যত দিন যায়, সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে সেই ছাপ। সেই ছাপের তাপে দগ্ধ হয় মানুষ, ছট্‌ফট্ করে যন্ত্রণায়, শান্তিলাভ কর্‌তে পারে না দুনিয়া ভ্রমণ ক'রে। সেই ছাপের তাপের তাড়নায় তোমাকে লিখ্‌ছি—এই দু'-কলম।

আকুল আগ্রহে লাভ ক'রেছিলুম শুভক্ষণে হেনাকে। দুটি প্রেমধারা প্রবল বেগে মিশেছিল খোদার পবিত্র আশীর্ব্বাদে। হেনা ভালবাস্‌তো

আমাকে ষোল আনা প্রাণ দিয়ে। আমি কপট—কপটতায় আনন্দ হ'ত আমার—কিন্তু ভালবাসা ছিল অটুট। যেন আমি তা'কে ভালবাসি না এরূপ অভিনয় করতুম। তাতে উভয়ের গতি ছুটতো বিভিন্ন মুখে। এই প্রকারে অশান্তি এসে পড়ল উভয়ের মাঝখানে।

দিনের পর দিন চলে যেতে লাগ্‌লো। হেনার প্রাণে গভীর চিন্তা—পূর্ণিমার চাঁদের মত মুখখানি মলিন হয়ে গেল। আমি তখন ভাব্‌তে পারিনি—এতটা গুরুতর হবে। আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকৃত পলকহীন। যেন লুটিয়ে দিত তা'র সর্ব্বস্ব আমার চরণ-তলে নির্ব্বাক নিশ্চল। আমি থাকৃতুম মগ্ন হয়ে আপনার ভাবে।

এক দিন কৌতূহল হল, প্রশ্ন কর্‌লুম "হেনা তুমি আমার কে?" তৎক্ষণাৎ বর্ষার নদীর মত অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল আঁখিদ্বয়। অবনত মুখে

চ'লে গেল গৃহান্তরে। আমি অসমাপ্ত কেতাবের পাণ্ডুলিপি নিয়ে লিখ্‌তে বস্‌লুম। ভাব্‌তে লাগ্‌লুম বাম হস্তে কপোল সন্নিবিষ্ট ক'রে। ভাব আসে ভাষা নাই, ভাষা আসে ভাব ফুটে না। এইরূপে অতিবাহিত হল দীর্ঘকাল।

রাত্রি বারটা। হেনা নিদ্রিত। ম্লান গণ্ডে শুষ্ক অশ্রু। হৃদয়ে অনুভব কর্‌লুম শত বজ্রাঘাত! "হেনা, হেনা"—সম্ভাষণ কর্‌লুম শঙ্কাবিজড়িত স্বরে। উন্মীলিত হল ছলছল আঁখি। হৃদয়ে তুলে নিলুম প্রেমভরে। "হেনা, ক্ষমা কর হেনা" স্ফূরিত হল আমার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে। হেনার দুই চক্ষে অশ্রু ঝর্‌তে লাগ্‌লো ঝরণার মত। একটি দীর্ঘশ্বাস আমার হৃদয় স্পর্শ কল্ল তা'র হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ ক'রে।

তার পর দেখি—চক্ষু নিমীলিত, দেহ স্পন্দহীন। উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠ্‌লুম—"হেনা, হেনা, কথা

কও"। হেনা নাই—কে উত্তর দিবে? শেষ আলিঙ্গন সেই!

"হেনা, হেনা, আমাকে ক্ষমা করো হেনা! যে রত্ন বাদশাহ-মহলে দুষ্প্রাপ্য, আমি অযত্নে হারিয়েছি সেই রত্ন। আমি পাষাণ, আমি নির্ম্মম—আমি তোমার নিকট চিরঅপরাধী, আমাকে ক্ষমা ক'রো হেনা।"

বাসর, তোমার কাছে এই ক'ছত্রে প্রাণের বোঝা পাঠালুম—গ্রহণ ক'রো। ঘৃণা করো না আমাকে অধম ব'লে।

অনুতপ্ত—আবুল।

(৫)

মধুপুর।

প্রাণের বাহার,

আজ তোমাকে চিঠি লিখ্‌চি—হৃদয়ে শত-বৃশ্চিক-দংশন-যন্ত্রণা উপেক্ষা ক'রে তোমাকে লিখ্‌চি। যা'র নাম স্মৃতিপথে উদিত হ'লে দেহের প্রত্যেক ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়, সেই হৃদয়হীন দুনিয়া থেকে চ'লে গেছে, তবু,—উহু-হু-হু! আক্ষেপ—পূর্ব্বে পরিচয় পাইনি।

যদি জ্ঞানের অজ্ঞাতে কোনও অপরাধ ক'রে থাকি—তার কাছে। গললগ্নীকৃতবাসে পায়ে ধ'রে ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌লুম। আমার হাত, পায়ে ক'রে সরিয়ে দিলে পাপকলুষিত দুষমন! একটুও কাঁপল না তার প্রাণ, একটুও ভাব্‌ল না আমার অন্তরের কথা। আমি চলে এলুম, অজস্র অশ্রু

কপোলে ধারা বেয়ে প'ড়তে লাগল, দীর্ঘ নিঃশ্বাসে পার্শ্বস্থ বায়ু আন্দোলিত হ'ল। সাক্ষ্য—দুনিয়ার মালিক " রহমানররহিম "।
বাহার ! আস্‌ছে চাঁদ "শবেকদর", আলি সাক্ষাৎ ক'রবে তোমার সঙ্গে। তাঁকে ব'লো "তামওয়ে (*) গিয়ে যেন—র কবর জেয়ারত করে। ঐ দিনই তার যা' কিছু নিক্ষেপ ক'রেছি বিস্মৃতির জলে।

তোমার প্রিয়

সামছু।

---

* 'তামওয়ে' বর্ম্মার একটি কবরগাহ।

(৬)

দার্জ্জিলিং।

ভক্তিভাজন হক সাহেব,

অনেক দিন আপনার সংবাদ পাইনি। আপনার লেখনীপ্রসূত সুচিন্তাপূর্ণ বাক্যসমূহ যেন শান্তির নির্ঝর। এ দীনহীনের স্মৃতি বুঝি লুপ্ত হ'য়েছে আপনার প্রাণ থেকে? সেই স্মৃতি জাগ্রৎ করবার জন্যেই এই অনুষ্ঠান।

অশান্ত চিত্তে ভ্রমণ ক'ত্তে ক'ত্তে কাল সকালের যাত্রীর ট্রেনে এসেচি দার্জ্জিলিংএ। অরণ্যানী-শোভিত অনন্ততুষারমণ্ডিত হিমাদ্রি-শিখরের দৃশ্যে "রহমানররহিমের" মহানুভবতা হৃদয়ে জাগরূক হ'চ্চে। মানুষের আমিত্ব লোপ পায় এই মহান প্রতীকের নিকট। আমার সঙ্গে আরও দু'জন পরিব্রাজক ছিলেন, তাঁরা এইমাত্র স্থানান্তরে

গেলেন। এই বিশৃঙ্খল জীবন নিয়ে ভাব্‌চি কোথায় যাব ? হয় ত' রাত্রে "লাইজুবিলির" দিকে যাত্রা ক'রব। সাচ্চা দেলদার আপনি, উদ্ভ্রান্ত পথিককে দোয়া ক'র্‌বেন।

কলিকাতার 'ইডেন গার্ডেনে' দেখা হ'য়েছিল —র সাথে। আপনাদের মধ্যে বিদ্রোহের কারণ কি, জিজ্ঞাসা কল্লুম। শুন্‌লুম গফুরের প্রতারণায় অস্থির হ'য়ে সে বর্ম্মা ত্যাগ ক'রেছে। আপনারই শিক্ষা—খোদাতালার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। মানুষের প্রাণে আঘাত দিলে, খোদাতালা হৃদয়ে ব্যথা পান। কর্ম্মের ফল ভোগ করবেই।

উদ্‌ভ্রান্ত

(৭)

ইরাবতী বক্ষে।

প্রিয় ইদ্রিস,

ষ্টীমার "লেটার ষ্টীট" তট-ভূমি পরিত্যাগ ক'রে ইরাবতীর স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে চ'ল্‌তে লাগল। আমার প্রাণে এসে আঘাত ক'ল্লে —বিরহ। বুকটা ধড় ফড় ক'র্ত্তে লাগল, যেন কত কি প্রিয় বস্তু ছিল, কোথায় গেল ; হৃদয় শূন্য— চোখের কোণে গড়িয়ে পড়ল দু'ফোঁটা অশ্রু। মর্ম্মে মর্ম্মে কি যন্ত্রণা অনুভব কর্‌ছি, ভাষা যোগায় না তা' প্রকাশ করবার।

ভেবেছিলুম পুনরায় দেখা ক'রবো ; তা' পারিনি, দুঃখিত হও না। আমি দূরে যাচ্ছি বটে —খুঁজে দেখো প্রাণ তোমাদের কাছে-ই।

মিলনের যে সুখ, সে সুখে মন-প্রাণ পূর্ণ

হয়, ভোগে অনিচ্ছা জন্মে। কিন্তু বিরহের যে সুখ, সে সুখ অফুরন্ত। আমি সেই বিরহের অতৃপ্ত সুখ ভোগ ক'চ্চি। মনশ্চক্ষে মূর্ত্তিদর্শন ও উদ্দেশে অর্ঘ্য-দান—ভোগের চরম জান্‌বে।

ধন্য রহমানররহিম, অমিত বল দান ক'রেচ মানব-হৃদয়ে।

তোমাদের—

মাহ্‌বুব।

(৮)

নূরুন,

তোমার দেওয়া চিঠিদু'খানা টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কর্ণফুলীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছি। ছল-ছল নেত্রে দেখ্‌লুম—কর্ণফুলীর ছোট-বড় ঢেউগুলি কেমন মেশামিশি ক'রে টুক্‌রোগুলি নাচাতে নাচাতে ভাসিয়ে নিয়ে চ'লে গেলো।

সে দিন তোমার ফটোখানাও বিসর্জ্জন দিতে নিয়ে গিয়েছিলুম; কি জানি কি মনে হ'লো ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি, অনাদরে য়্যালবামের ভিতর রেখে দিয়েছি। এতে তুমি বুঝ্‌বে—যা' ভেবেছ, তা' আর হ'তে পারে না। সংসারে সব জিনিস ভাঙ্গলে যোড়া লাগে—মন ভাঙ্গলে যোড়া লাগে না।

রূপের গর্ব্বে ছিনিমিনি খেলো তোমরা মানুষের প্রাণ নিয়ে। সেটা তোমাদের গুণপনা

নয়, সেটা খোদার সৃষ্টির একটা গূঢ় রহস্য। সেই রহস্যের ঘুরপাকে প'ড়ে মানুষ রসাতলে যায়—মানুষ পশু হয়, মানুষ মানুষে থাকে না। আমি সেই মানুষ—ধাক্কা খেয়ে প্রাণটা এখন শক্ত হ'য়েছে, এ যাত্রা সাম্‌লে গেলুম। জানি না কি আছে ভবিষ্যতের তমসাচ্ছন্ন গুহা মধ্যে। লুপ্ত হ'ক স্মৃতি তোমার মন থেকে। আকাঙ্ক্ষা নাই এ পত্রের উত্তরে।

সন্তপ্ত।

(৯)

(প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকা)

শয়নকক্ষ।

রহমান,

মর্ম্মর মূর্ত্তির মত নিশ্চল। উদাস পলকহীন চাহনি। প্রাণের ভিতর যে প্রাণ ছুটে যায় জীবনের কমনীয়ের পিছনে। কমনীয় আত্মগোপন ক'র্‌লে দিক্-বধূর কোলে। চাহনি হতাশ হয়ে ফিরে এলো। প্রাণ সেইখানে ধূলোয় প'ড়ে ছট্‌ফট্ ক'র্ত্তে লাগ্‌ল। ঠিক সেই সময়ে সন্ধ্যা তিমির বরণ বস্ত্রখানি দিয়ে আবরিত ক'রলে প্রকৃতির সুচারু আনন। সব অন্ধকার!

ইরাবতী সৈকতে সেই দিন! সেই দিন-ই আমার মৃত্যু হ'ল না কেন? এরূপ প্রত্যাখ্যাত

রক্তলেখা

জীবন নিয়ে আর কত দিন এরূপ অব্যক্ত. যন্ত্রণা ভোগ ক'রবো ! সূচীভেদ্য যন্ত্রণাময় স্মৃতি তিল তিল ক'রে মরণের দিকে টেনে নিয়ে যা'চ্চে। তুমি সব জান। তাঁর কাছে জবাব্ নিয়ে পাঠিও। ইতি—

রাজিয়া।

(১০)

শয়নকক্ষ

রৌসন আরা,

ভগ্নি, বর্ষার উছল নদীর মত হৃদয়ভার নিয়ে বেঁচে থাকা মৃত্যুর রূপান্তর। সে ব্যথা সহ্য করবার ক্ষমতা আমার কেন, দুনিয়াতে কা'রো আছে ব'লে মনে হয় না। তোমার কাছে না লিখ্‌লে নয় তাই লিখ্‌ছি।

সে দিন সন্ধ্যায় আলম সাহেব এসেছিলেন রেঙ্গুন থেকে। আমি পদ-স্পর্শ ক'রে অভিবাদন করলুম, তিনি মুখ ভার ক'রে ব'সে রইলেন —নির্ব্বাক। আমার আর অধিক কিছু ব'ল্‌তে ভরসা হ'ল না, ভাবলুম সময় অনুযায়ী ব'ল্‌বো।

রাত্রে শয়ন কক্ষে।

তিনি এমন ভাবে ব'সে রইলেন, তার

মাঝে, যা' কিছু বলবার অবকাশই আমায় দিলেন না। ক্রমে ক্রমে রাত্রি গভীরতর হ'তে লাগল। তিনি স্বয়ং নীরবতা' ভগ্ন ক'রে বল্‌লেন—"সুফিয়া, সুফিয়া, সন্দেহে উভয়ের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি ক'রেছে, সে ব্যবধান কিসে অপসৃত হ'বে?" আস্‌মান ভেঙ্গে পড়্‌ল আমার মাথায়। সব গুলিয়ে গেল, কি কর্‌'বো, কি ব'ল্‌বো কিছুই স্থির ক'ত্তে পারলুম না। খালি চোখ ফেটে ঝর-ঝর ক'রে জল পড়্‌তে লাগ্‌লো।

উভয়ে নীরব। নিশা শন্ শন্ ক'রে চ'লে যেতে লাগ্‌ল—সে অপেক্ষা ক'রবে কেন? সারা-রাত্রি উৎকণ্ঠা ও জাগরণ। ভোরের শীতল বায়ু লেগে একটু তন্দ্রা এসেছিল। পরে চেয়ে দেখি, ফর্সা হ'য়ে গেছে—আলম সাহেব নাই। তাড়াতাড়ি বালকভৃত্যকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'ত্তে জানলুম, তিনি চ'লে গিয়েছেন।

চ'খের জল সহস্র ধারায় প্রবাহিত হ'তে লাগ্‌ল। এমন সময় একজন আর্দ্দালি একখানি চিঠি নিয়ে এলো। পড়ে দেখি—তিনি লিখ্‌ছেন, "সুফিয়া, আজই পুনরায় রেঙ্গুন যাত্রা কর্‌লুম। দিন কয়েক থাক্‌বো মনে ক'রেছিলুম তা' আর হ'ল না। যদি কখনও তুমি আমার মনের সন্দেহ দূর ক'ত্তে পার, তা' হ'লে, আমি আবার তোমাকে প্রীতির চক্ষে দেখ্‌বো।"

ভগ্নি, বুঝ্‌তে পার্‌লে আমার অবস্থা? পাঁচ মাস হ'লো বিষধর সর্প অনবরত আমার হৃদয় দংশন ক'র্‌ছে। যন্ত্রণা বর্ণনা ক'রে বোঝাবার ভাষা নাই। একবার এসো।

তোমারই—
"খালেদা"

(১১)

"ফয়ার দেশ"—বিদায়-সন্ধ্যা।

ওগো আমার ফয়ার দেশের বন্ধুগণ, তোমাদের ঋণ পরিশোধ কর্‌বার ক্ষমতা আমার নেই—সে আশাও ক'র্‌তে পারিনে। তোমাদের প্রাণভরা ভালবাসার বিনিময়ে আমি রেখে গেলাম—আমার ফোঁটাকতক তপ্তাশ্রু তোমা-দের ইরাবতীর জলে।

তোমাদের " রয়েল লেকের " শ্যামল পল্লী-রাজীর প্রীতির কাল কোয়েলার কুহুরব আমার মর্ম্মে ঝঙ্কার দিবে—বেদনবীণার সুরে। মেঘ্‌লা সন্ধ্যার "রাণীবাগিচার" উদাস হাওয়া আর "ডালাপাড়ের" পদ্মপুকুর মহীরুহে ব্রততীর মত সংযুক্ত হ'য়ে থাক্‌বে—আমার জীবনে।

ওগো আমার দরদী বন্ধুগণ,

যে ভয়ে আমাকে জড়সড় হ'তে হ'ত, আজ আমি সেই ভয় থেকে রেহাই বুঝি পেলুম। দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর নির্ম্মম কৃপণাঘাত অপেক্ষা অধিক লাগে বন্ধুদের মোলায়েম শ্লেষোক্তি।

আমার জীবনে কোন সাধই পূর্ণ হল না, কিন্তু তোমাদের নিয়ে যে সোণার স্বপ্ন দেখেছি তা'রই নেশা নিঃশেষ হবার আগেই যদি মৃত্যু হয়, তা' হ'লে আমার অতৃপ্তি পূর্ণ হ'ল মনে ক'র্‌বো।

তোমাদের—

"_____"

(১২)

"চন্দ্র নাথ" শৈল-সানু।

শুক্ল পঞ্চমী।

বন্ধু আলী,

আমার দগ্ধ জিগরের জ্বালা সে বুঝল না। দোস্তের সাজে আমায় প্রতারণা ক'রে গেলো। আমায় আপন ব'ল্‌তে এখন আর কেউ নেই। তা'রই জন্য সকলের অন্তর হ'তে অনেক দূরে প'ড়েছি।

আমি আত্মদ্রোহী—কারো ত্ব'ফোঁটা অশ্রু আমার জন্যে প'ড়বে না। আমার এ শূন্য অন্তরের প্রতি নিঃশ্বাসে, আল্লাহ্‌তালার "লোহ্‌ কালাম" কেঁপে উঠ্‌বে

এত বড় অপমান, কিছুতেই স'য়ে নিতে পার্‌ছি না বন্ধু। আমার ধৈর্য্যের বাঁধ একেবারে ভেঙ্গে

গেছে। আমার প্রাণের তৃষ্ণা মেটাতে পারলেম না। খোদা, দয়াময় খোদা, এ চন্দ্রনাথ শৃঙ্গ বজ্র-সম আমার মস্তকে ভেঙ্গে প'ড়ুক। পূর্ণ হ'ক অতৃপ্ত কামনা আমার—পঞ্চে পঞ্চ মিশে যাক।
পঞ্চমীর চাঁদের রং মাখানো "চন্দ্রনাথ" শৈল আমার কাছে অতি হেয়, অতি নগণ্য মনে হ'চ্চে। ঐ যে পাহাড়ি বেতসের বনে ডাহুক ডাহুকি ডেকে উঠ্ছে,—ক্যালকাটা মেলট্রেনখানা বিদায় সুরের হুইস্‌ল্ দিয়ে সীতাকুণ্ড ষ্টেশন ত্যাগ ক'রচে, তা'র সঙ্গে সুর মিলিয়ে বল্‌তে ইচ্ছে হয়—

"তোমতো ফেদা হো গায়রে পর
করতে হো মুঝে দেল তলব্
ইয়ে দিলছে তোমনে কেয়া গরজ
তু'নে ত দিল জ্বালা দিয়া"।—

সাচ্চা, দরদে দিল, আশকের হাতে, মাশুকের

রক্তলেখা

মৃত্যু হলে, কুচ পরওয়া নেইঃ। শঠতায় আর ছলনায়, যে প্রেম নিহত, তাতে হা-হুতাস ছাড়া কিছুই নেই বন্ধু,

তোমারই আত্মদ্রোহী বন্ধু।

(১৩)

প্রার্থনারত রজনী।

বন্ধু মোজ্‌হের,

আমার দেলের "বদ্‌দোয়া" অতিক্রম ক'ত্তে পার্‌বে না তুমি। সমস্ত আকর্ষণ ক'রেছ তুমি আমার। আশা, ভরসা, গৌরব সব তোমার সঙ্গে —দেখ রিক্ততা আমাকে বেষ্টন ক'রে হাস্য পরিহাসে নৃত্য কর্‌ছে!

অকরুণ প্রিয়,

ভাদরের প্রথম রাতে, ভরা বাদরে, একটীও বাক্য ফুট্‌ল না তোমার অধরে, চক্ষু নিমীলিত ক'রে চ'লে গেলে! সে আজ কত যুগের কথা। ভাদরের কত রাত এলো, কত রাত গেলো—তুমি ত' ফিরে এলে না। আমি অনিমিষে দীর্ঘ আসা-পথ চেয়ে

আছি—কই, তুমি ত' ফিরে এলে না। কত প্রেম-কথা শুনিয়েছিলে যেই সাগরের তীরে বসে, সে সাগর হ'য়ে গেছে এখন মরু—কই, তুমি ত' ফিরে এলে না।

ফিরে এস, বন্ধু ফিরে এস,

তোমায় "বদ্‌দোয়া" কর্‌বো না। যা' কিছু অভিযোগ মাহ্‌বুবের দরবারে করেছি আমি, তা'র জন্যে ক্ষমা চেয়ে নেবো। তুমি ফিরে এসো, তোমার বিরহ-ব্যথা বজ্রকীট সম আমার বুকে দংশন কর্‌ছে।

পাগল বল্‌ছে আমাকে লোকে!

আহার নাই, নিদ্রা নাই, বেশভূষা নাই। আকাশের দিকে চেয়ে আছি, মনে হয়, শূন্য-পথে তুমি বুঝি আস্‌বে। আশায় আশায় নিরাশা এসে গ্রাস ক'র্‌ছে আমাকে। কখনও হাস্‌চি, কখনও

কাঁদ্‌ছি—লোকে পাগল ব'লে ধূলি বর্ষণ ক'চ্চে অঙ্গে। তা'রা ত' পাগলের অন্তর দেখ্‌ছে না। পাগলের যে বুকভরা ধন হারিয়েছে, তা ত' তারা ধারণা ক'ত্তে পার্‌চে না।

ওগো রহ্‌মানররহিম, সূক্ষ্মবিচারক, বুঝিয়ে দাও মানুষ কেন পাগল হয়। আজ আমি পাগল হ'য়েছি—কাল, সে পাগল হ'বে না, তা' কে ব'ল্‌তে পারে?

বিকৃত মস্তিষ্ক।

(১৪)

আষাঢ়, ৪ঠা।

ওগো দরদী,

লোকচক্ষুর অগোচরে হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে কত যে ক্ষত চিহ্ন আছে, তা'র ইতিহাস আজ একবার শোন। যা'রা আমার আপনার, যা'দের অকপটে হৃদয়ে টেনে নিতে পারি, এই হৃদয় যে বাত্যাহত তরুর মত ভেঙ্গে গেছে, এ তা'দেরই স্বার্থ-প্রণোদিত নির্ম্মম ব্যবহারে। তোমার চরিত্রটা দেখ্‌ছি ভিন্ন রকমের, দুনিয়ার মানুষের সঙ্গে খাপ খায় না। তুমি মানুষের বেদনায় বেদানা অনুভব কর, যদি পার, সে বেদনা অপনোদনও ক'রে থাক। স্বার্থের গণ্ডীর বাহিরে যে মানুষ, আমার বোধে সে "আল্লাওয়ালা"—তা'র দর্শনে মঙ্গল লাভ হয়। তা'র সহবাসে স্পর্শমণি স্পর্শে লৌহ যেমন স্বর্ণে

পরিণত হয়, তদ্রূপ মানুষের কলুষ নাশ হয়, মানুষ বেহেস্তের জীব হয়। এইবার আসল কথা বলি—সে দিন ছিল—আষাঢ় মাসের পয়লা। বর্ষার মেঘ, কোথাও পাত্‌লা, কোথাও ঘন অচ্ছন্ন ক'রে রেখেচে সমস্ত আকাশ। রজনীর প্রথম যাম মাত্র অতীত হ'য়েচে। আমি ব'সে আছি—মা'র শয্যা-পার্শ্বে তাঁ'র আজ্ঞা প্রতিপালন-অপেক্ষায়। তিনি অত্যন্ত পীড়িত, ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌চেন—যন্ত্রণায়। অনিমিষে চেয়ে আছি আমি তাঁ'র মুখের পানে। ভাব্‌চি—তিনি আমার জীবনের ধ্রুবতারা—যদি অস্ত যান, আমি লক্ষ্যহারা হব, তুনিয়া আমার পক্ষে কালকূটে পরিণত হ'বে।

এমন সময়ে সদর থেকে কে ডাক্‌লে অনুচ্চ স্বরে—"দিদার"! আমি সচকিতে দ্রুত বাহিরে গিয়ে দেখি "আশাতরু"। তা'কে ভিতরে আস্‌বার জন্যে অনুরোধ কর্‌লুম, সে অস্বীকৃত হ'ল।

সেই সদরে দাঁড়িয়েই সে তা'র বক্তব্য ব'লে চ'লে যা'বে। সে ব'ল্‌তে লাগল এমন স্বরে যেন নিকটের কোনও ব্যক্তি শুন্‌তে না পায়। "তুমি তোমার বন্ধুর জন্যে যে দায়িত্ব গ্রহণ ক'রেচ, সেই পাওনাদার টাকা চায় না—চায় তোমাকে লাঞ্ছিত ক'ত্তে। আমি সংবাদ পেলুম, রাত্রি প্রভাত না হ'তে হ'তে তোমাকে আদালতের হুকুমমত গ্রেপ্তার ক'রবে। এখন তুমি তোমার কর্ত্তব্য কর। আমি আর অপেক্ষা ক'রবো না।"

"আশাতরু" কে ত'ার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। বাপজানের আদেশ তা'র পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের নানারূপে উপকার ক'রেছিলেন, সুতরাং বংশ-পরম্পরায় আমাদের তা'দের কাছে ঋণী থাকা উচিত। সেই জন্যে আমি তা'দের, আমার মুরব্বির মতনই দেখি। তারা কিন্তু 'বিষকুম্ভ পয়োমুখ'। এই যে আত্মীয়তা ক'রে গেল—এ তাদেরই ষড়যন্ত্র।

সব সময়ে বিষয়ের অন্তর্নিহিত ভাবটুকু হৃদয়ঙ্গম হ'লেও—প্রকাশ করা যায় না। জীবনধারণ ক'রে আছি এইমাত্র—জীবন্মৃত।

"আশাতরুর" কথা শুনে মাথা ঘুর্‌তে লাগ্‌লো। সমস্ত হুনিয়া অন্ধকার। কি করা উচিত কা'র সঙ্গে পরামর্শ করি। এক দিকে "মাতৃসেবা" অন্য দিকে "আত্মসম্মান"। গুরুত্ব কোন্‌টার? মা আমার উন্মত্ত অবস্থা দেখে প্রশ্ন ক'র্‌লেন—"কে এসেছিল এত রাত্রে, কি হ'য়েছে?" মুখে কোনও উত্তর নাই, অশ্রুসিক্ত বদনে বিদায় প্রর্থনা ক'র্‌লুম। তাঁর সেবা-শুশ্রূষার ভার অর্পণ করলুম—প্রেমময়ের উপর। মা অভয় দিলেন। হুর্ব্বল মন, তা'র উপর নির্ভর ক'ত্তে পার্‌লুম না। একজন অতি দরিদ্র হৃদয়বান, তা'কে আমি বন্ধু স্থানে অভিষেক ক'রেছিলুম, তাকে বলে আমি আত্ম-গোপনে কৃতসঙ্কল্প হলুম।

চিন্তাস্রোতের উত্তালতরঙ্গ বিক্ষুব্ধ ক'ত্তে লাগ্‌ল দুর্ব্বল হৃদয়। অনাহার, অনিদ্রা। শঙ্কার তাড়নায় পথ পর্য্যটন—উদ্দেশ্যহীন।

তিন দিন পরে।

তিন দিন পরে উপনীত হলুম পদ্মাতটে। পদ্মা উথ্‌লে উথ্‌লে ব'য়ে যাচ্চে, কা'রও ভাবনা ভাব্‌চে না, কা'রও পানে চাইচে না। সূর্য্য রাঙ্গা রং গায়ে মেখে পশ্চিম গগনে ডুবু-ডুবু। আমার মনে এক প্রশ্নের মীমাংসায় পুনঃ প্রশ্নের উদয় হ'তে লাগ্‌ল। প্রাণের ভিতর দ্বন্দ্বের পর দ্বন্দ্বে— প্রাণে বলের সঞ্চার হ'লো। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে একটা শব্দ ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো— "অপরাধী নও, ভীত কেন"? তখন ভাব্‌লুম— বাস্তবিকই ত'। বন্ধুর উপকার ক'রেছি—তাতে শত্রুর চক্রান্তে নির্যাতিত হ'ব এ আর বিচিত্র কি? প্রত্যাবর্ত্তন ক'র্‌লুম 'মাতৃসেবায়'।

রক্তলেখা

ওগো দেশবৈরি,

তোমরা আমার পরম উপকারী। বিরুদ্ধবাদী না থাক্‌লে বিষয়ের মীমাংসা হয় না। আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ ক'রো।

সৌভাগ্য, আমার একদিনের কালির লেখা, আজ—"রক্তলেখা"।

দেদার।



কামাল,

তুমি যেখানেই থাক, আমার এ চিঠি তোমার হাতে প'ড়্‌বেই প'ড়্‌বে। চিঠিখানা মন দিয়ে প'ড়ে দেখো, তা' হ'লে বুঝ্‌তে পার্‌বে—কি গভীর শোক আমার হৃদয়ে। মানুষ ভার বহন করে স্কন্ধে। শক্তির অভাব অনুভূত হ'লে মুক্তি পেতে পারে সে ভারবহনে। অসহনীয়-হৃদয় ভার হ'তে মুক্ত কিরূপে হব? রহমানররহিমের দরবারে অহরহঃ আর্‌জি পেশ ক'র্‌ছি, তিনি কবে সদয় হ'বেন কে জানে?

সে দিন ছিল—শাওনের তেস্‌রা, জুমা। সে দিনের রাত কি ক'রে প্রভাত হ'য়েছে, তা' প্রকাশ ক'ত্তে বুকে বিষম বেদনা অনুভব করি। অশ্রু হৃদয়ের তাপে শুষ্ক হ'য়ে যায়।

নিদ্রাদেবীর কত আরাধনা ক'রেচি, তবু তিনি কোমল চরণ বিক্ষেপে এ দেহে আবির্ভূ তা হ'লেন না। শয্যায় যেন কত কণ্টক বিস্তৃত মনে হ'তে লাগ্‌ল, শয়ন ও উত্থানে রাত্রি যাপন ক'ত্তে লাগ্‌লুম। একটানা বাদলের উদাস হাওয়া ব্যস্ত হ'য়ে না জানি কোথায় চ'লেচে। দেখ্‌তে না দেখ্‌তে কোথা থেকে খানকয়েক মেঘ এসে এক সঙ্গে মেশামিশি ক'রে এক পশ্‌লা বৃষ্টি হ'য়ে গেল।

নিদ্রা নেই তন্দ্রা নেই! ক্রমে ক্রমে রাত্রি গভীর হ'তে গভীরতর হ'তে লাগল। আকাশে মেঘ নাই, পরিষ্কার অথচ ছায়া-ছায়া। বৃষ্টি থেমে গেছে দেখে শুক্ল পঞ্চমীর চাঁদ মেঘের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। ক্রমে ক্রমে তিনি সে রাত্রের মত বিদায় গ্রহণ ক'র্‌লেন।

নীরব রজনী। চতুর্দ্দিক ঝিম্‌-ঝিম্‌ ক'র্‌চে।

ভেকের উল্লাস ধ্বনি, ঝিল্লীর কট্-কট্ শব্দ একত্রে মিশ্রিত হ'য়ে স্বভাবের শান্তি ভঙ্গ ক'র্চে। কোন কিছু চিন্তা না ক'রে কুটীরের বাহিরে এলাম।

পিচ্ছিল পথ। বহু সন্তর্পণে পা ফেলে চ'ল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লুম। কোথায় যাচ্চি, কি ক'ত্তে যাচ্চি, কেন যাচ্চি তা'র কিছুই নির্ণয় নাই। ইচ্ছা থাক্ না থাক্, পা ক্রমান্বয়ে চ'ল্‌তে লাগ্‌ল। ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম ক'রে চল্‌তে লাগ্‌লুম। রাত্রির গভীরতা সমভাবেই বর্ত্তমান রইল। দুনিয়া অকাতরে নিদ্রায় মগ্ন। সম্মুখে প'ড়ল লাল কাঁকরবিস্তৃত পথ বুঝ্‌লুম—সেটী এ, বি, রেলওয়ের অর্দ্ধ সমাপ্ত রেল-লাইন।

প্রাণে শান্তি নাই। অজানা দেশ থেকে নিঃক্ষিপ্ত শর এসে যেন বিদ্ধ হ'তে লাগ্‌ল হৃদয়ে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে ক্ষণেকের জন্যে দাঁড়ালুম। দূরে "ইছামতী" নদী ঝির্ ঝির্ ক'রে

ব'য়ে যা'চ্চে। অসংখ্য শাম্পান কূলে বাঁধা র'য়েচে প্রভাতের প্রতীক্ষায়। মাঝির ভাটিয়াল গান শ্রুত হ'তে লাগ্‌ল—

"ঐ যে ভরা নদীর বাঁকে—
কাশের বনের ফাঁকে ফাঁকে
দেখা যায় যে ঘরখানি
সেথায় বঁধু থাকে গো"।

হায়! হায়! মাঝিও বঁধুর বিরহ-ব্যথায় জর্জ্জরিত! গানের সুরে প্রাণের ভার বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্চে! মাঝি, বুক চিরে দেখাবার নয়, তা' হ'লে দুনিয়ার সকলকে দেখাতে বঁধুর বিরহে কিরূপ অগ্নি ধিকি ধিকি জ্বল্‌ছে তোমার হৃদয়ে। মাঝির যে অবস্থা, আমারও সেই অবস্থা!

বাঁধানো রাস্তা ছেড়ে ধানক্ষেতের আ'ল দিয়ে চল্‌তে আরম্ভ করলুম। বৃষ্টি থেমে গেছে। বাতাস

সবুজ ক্ষেত্রের উপর দিয়ে অলসভরে চ'লে যাচ্চে যেন সবুজ সাগরে তুফানের সৃষ্টি ক'রে।

বর্ষাকাল মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। ক্রমে অন্ধকার একটু পাত্‌লা হ'য়ে আস্‌তে লাগল। তা'তে বোঝা গেল যেন প্রভাত নিকট। পুনরায় বৃষ্টি প'ড়তে আরম্ভ হ'ল। ভয় নাই, সাহসে নির্ভর ক'রে অজানা পথে চল্‌চি। তুমি হয়ত' ব'ল্‌বে —ভয় হওয়া যে স্বাভাবিক। কামাল, যে "আশকের" জন্যে পাগল—তা'কে ভয়ও যে ভয় করে!

কতকটা দূর এগিয়েচি। আঁধারের আব-ছায়ায় দেখ্‌তে পেলুম—দূরে চট্টগ্রামের পাহাড়, তা'র পাদমূলে "ফকির সাহার মস্‌জিদ"। তখন বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লুম—ঐ স্থানটাই "জালালাবাদ"।

"কবরগাহ" মস্‌জিদের সাম্‌নে। পাশে একটি

ছোট জলাশয়। চারিদিকে কবর—সংখ্যা করা অসম্ভব। চতুর্দ্দিকে আধ ক্রোশের ভিতর মনুষ্যের বসবাস নাই। রাত্রে এ স্থানে যাওয়া দূরের কথা, দিনেও ভয়ে শিহরণ আসে। ঐ মস্‌জিদের মোয়াজ্জেন শেষের নামাজ (এসার) পড়বার আজান দিতে প্রাণ ছম্‌-ছম্‌ করে।

আঁধারের ভিতর দিয়ে ঘন বিটপীশ্রেণী অতিক্রম ক'রে জলাশয়ের পুরাতন বাঁধাঘাটে উপস্থিত হ'লুম। মস্‌জিদের দিকে চেয়ে দেখি—মস্‌জিদ অপার্থিব আলোকে উদ্ভাসিত। দ্রুত মস্‌জিদের সম্মুখে গেলুম। আহা-হা! কি দেখ্‌লুম, কি শুন্‌লুম! শ্বেতশ্মশ্রুসুশোভিত শ্বেতখিল্‌কা পরিহিত বুজর্গগণ পবিত্র কোরাণে "আয়োত" পাঠ ক'চ্চেন। তাঁদের মুখ-নিঃসৃত পবিত্র আলোকে মস্‌জিদ্‌ রৌশন হ'য়ে উঠেছে।

দেখে শুনে বীত-আশা পুনরায় আমার

উপর আধিপত্য স্থাপন ক'রলে। ভাব্লুম এই বুজর্গগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ ক'ত্তে পার্লে, আমার সাচ্চা দেলদার—'আশককে' ফিরে পেতে পারি। আমার চিন্তাস্রোত রুদ্ধ হ'তে না হ'তে তাঁদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন—"তুমি একাকী এসেছ"? আমি উত্তর দিলাম—"আজ্ঞে, আমি একা।" তিনি পুনরায় ব'ল্লেন—"ফিরে দেখো তোমার পিছনে"।

তাঁর আদেশক্রমে পিছনে চেয়ে দেখি কেহ নাই। ত্র্যস্ত হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে দেখি—মস্জিদ আঁধার, সে অসামান্য আলোক নাই। বিস্ময়-বিমুগ্ধ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌চি, কে যেন আমাকে ধাক্কা দিয়ে সেখান থেকে সরিয়ে দিলে। আমি মূর্চ্ছিত।

মূর্চ্ছিত কতক্ষণ ছিলুম জানি না। পৃষ্ঠে যষ্টির প্রহারে সংজ্ঞা পাই। মূর্চ্ছাভঙ্গে চেয়ে দেখি—সেই মস্‌জিদেরই মোয়াজ্জেন "রহিম শেখ" সম্মুখে। সে রাগে গর্ গর্ ক'র্‌চে। সে আমাকে অপদেবতা মনে ক'রে ভীত হয়েছিল। আমার জ্ঞান ফিরে এসেচে দেখে ব'ল্‌তে লাগ্‌ল—"তুমি মানুষ না জানোয়ার? তোমার ভয় নাই? দুপুর রাত থেকে এখানে প'ড়ে আছ? দিনেই ত' এখানে লোকে আস্‌তে চায় না। কত জীন, দৈত্য র'য়েছে এ পাহাড়ে। চারিদিকে কবর। গভীর রাত্রে বুজর্গগণের (আউলিয়া) মজ্‌লিশ বসে। তোমার সাহসকে ধন্য! রাত্রি শেষ হয়-হয়। দূরে লোকালয়ে মোরগ ডাক্‌চে। "রহিম শেখ" আমাকে নানাভাবে ভর্ৎসনা ক'রে চ'লে গেলো। সে দিন থেকে এইখানেই আছি। কা'রো সঙ্গে কথা ব'ল্‌তে ইচ্ছা হয় না। আত্মীয়-

স্বজন বন্ধুবান্ধব আমাকে ফেরাবার জন্যে কত চেষ্টা ক'রেচে—আমি তাঁদের উপরোধ-অনুরোধ উপেক্ষা ক'রেচি। তাঁ'রা অজস্র অশ্রুপাতেও আমাকে প্রতিনিবৃত্ত ক'ত্তে পারেনি। আমার ধারণা—আমি গ'ড়ে উঠ্‌বো মানুষ এইখানেই। আমার চিঠির জবাব চাই না। আশীর্ব্বাদ কোরো—"আশকের যেন খোঁজ ক'ত্তে পারি। যা'দের পেয়ে আমার জীবন আলোকিত ছিল, কোন্ অপরাধে তা'রা আমার জীবনের আলো নিভিয়ে দিয়ে আমাকে ত্যাগ ক'র্‌লে!

কামাল,

দুনিয়ার ঘাত-প্রতিঘাতে অত্যন্ত হায়রান হ'য়েছি। আঘাতের পীড়নে যে ফোঁটাকতক রক্ত বহির্গত হ'য়েচে, তাই দিয়ে তোমাকে জানালুম—এই গুপ্ত ব্যথার স্মৃতি।

অধিক আর কি ব'ল্‌বো—যাঁ'র হাতের পুতুল হ'য়ে, আমার জিন্দেগীটা বিফলে গেলো, তাঁরই পরিচয় জানাতে আমার এ "রক্তলেখা।"

"_____"

(১৬)

"——"   কবরগাহ...মেঘ্‌লা সন্ধ্যা।

প্রেম আত্মহারা করে মানুষকে। তা'র সাক্ষ্য লায়লী-কায়েস (মজ্‌নু), শীরি-ফরহাদ।

রেঙ্গুনের "তেনেনজাও" (Thingangyan) কবরগাহ একখানা ছোট্ট কুটীর। নীরব মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় আমি একা। গোরস্থানের চতুর্দ্দিকে বাঁশবন সন্‌ সন্‌ ক'রচে বায়ুভরে।

হায়, হায়, এই বাদল সন্ধ্যা !

সাত বৎসরের পূর্ব্বের কথা ছবির মত এঁকে দিলে আমার শূন্য প্রাণে। সেই "গিরিডি"—সেই প্রিয়তম—সেই প্রিয়তমের মধুর কণ্ঠে সঙ্গীত—

"নয়নে বাদল গগনে বাদল হৃদয়ে বাদল চাপিয়া এসগো আমার বাদলের বঁধু চাতকিনী আছে চাহিয়া"। আমি আছি—আমার স্মৃতি আছে—প্রিয়তম নাই। ফরহাদ পাহাড়ের পর পাহাড় কেটে গিয়েছিল শীরিকে লাভ ক'ত্তে। সেই আদর্শ সম্মুখে রেখে আমি দেড় গজ মৃত্তিকার নীচে প্রিয়তমকে

উদ্ধার ক'ত্তে দ্রুত অগ্রসর হলুম। অতি পুরাতন শালগাছের ছায়ায় প্রিয়তমের কবর। মৃত্তিকা খনন কর্বার উদ্যোগ ক'চ্চি, বজ্র-কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল—"সাবধান, তোমার কোনও অধিকার নাই!" আমি যন্ত্রপুত্তলিকার ন্যায় ক্ষান্ত হলুম। তা'রপর আমার জ্ঞান লোপ পায়, কি হ'য়েছিল না হ'য়েছিল কিছুই ব'ল্‌তে পারি না। প্রাতে যখন জ্ঞান হ'লো, চক্ষু উন্মীলন ক'রে দেখি—আমি কবরের অনতিদূরে শায়িত। কবরের শিরনায় ছিল শেফালী গাছ—অসংখ্য পুষ্প বর্ষণ ক'রেচে,—যেন প্রিয়তমের কবর ফুলের সমাধি। ক্ষোভ ও উল্লাসমিশ্রিত মনোভাব নিয়ে কি ক'র্‌বো স্থির ক'ত্তে না পেরে প্রিয়তমের কবরের শিরানে অঙ্কিত ক'রে দিলুম—

"ভুলিনি প্রিয়তম, আছে মোর মনে"
আমার 'রক্তলেখা' তোমার শি-রানে।

"——"